

## سُورَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ ﴿١٢١﴾

### ২২ সূরা আল্ হাজ্জ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭৯ আয়াত এবং ১০ রুকু আছে

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

২। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের 'তাকুওয়া' অবলম্বন কর; নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ের ভূমিকম্প অতীব গুরুতর বিষয়—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿٢﴾

৩। যেদিন তোমরা উহা দেখিবে সে দিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তাহার দুগ্ধ-পোমাকে ফুলিয়া যাইবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিবে এবং তুমি লোকদিগকে মাতাল অবস্থায় দেখিবে, অথচ তাহারা মাতাল হইবে না, বস্তুতঃ আল্লাহর আযাব হইবে অতীব কঠোর।

يَوْمَ تَرْوِيهَا تَدَأِ هَلْ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٣﴾

৪। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা আল্লাহর সম্বন্ধে অজ্ঞানতাবশতঃ বিতর্ক করে এবং তাহারা প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿٤﴾

৫। যাহার সম্বন্ধে এই চিরাচরিত ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে ব্যক্তিই তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে, সে তাহাকে অবশ্যই বিপদগ্রামী করিবে এবং প্রজ্বলিত দোষাখের আযাবের দিকে লইয়া যাইবে।

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلَّهُ وَيَهْلِكُهُ إِلَىٰ عَذَابِ الشَّوْرِ ﴿٥﴾

৬। হে মানবমণ্ডলী! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে থাক তাহা হইলে (চিন্তা কর) আমরা তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর গুরুবর্ষ হইতে, অতঃপর আঠাঘো জমাত রক্তপিণ্ড হইতে, অতঃপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড বা অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড হইতে, যেন আমরা তোমাদের নিকট (আমাদের ক্ষমতার বিষয়) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিই। এবং যাহাকে আমরা চাহি নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত জরায়ুতে রাখি; অতঃপর আমরা তোমাদিগকে শিশুর আকারে বাহির করি এবং (ক্রমানুয়ে পরিবর্ধিত করিতে থাকি) যেন তোমরা তোমাদের বলিষ্ঠ বয়সে উপনীত হইতে পার। এবং তোমাদের মধ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তিকে (স্বাভাবিক

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِمَّنْ نُظَفِّئُهُ ثُمَّ مِمَّنْ عَلَقَةٌ ثُمَّ مِمَّنْ مُضْغَةٌ مُّخَلَّقَةٌ وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَدَّدٍ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّهُمْ وَنُكَلِّمُهُمْ مِّن يُّتَوَكَّلُ وَيُنْكَرُ مِمَّنْ يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُصْرِ لِيَكِلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً

বয়সে) মুক্তা দান করা হয়; এবং তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে জরাজীর্ণ বার্ধক্যে উপনীত করা হয়, ফলে সে জনার্তনের পর সম্পূর্ণ জ্ঞান-হারা হইয়া পড়ে। এবং তুমি ভূমিকে নিষ্কাশ দেখিতে পাও, অতঃপর যখন আমরা উহার উপর পানি বর্ষণ করি তখন উহা সতেজ হইয়া উঠে এবং বর্ধিত হইতে থাকে এবং সর্বপ্রকার সুশোভিত উদ্ভিদ উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করে।

৭। ইহা এই জন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ই প্রকৃত সত্য সত্য, এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনিই সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

৮। এবং নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন যাহারা কবরে আছে।

৯। এবং লোকদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্ সম্বন্ধে জ্ঞান ছাড়া, হেদায়াত ছাড়া এবং কোনও সমুজ্জ্বল কিতাব ছাড়া এমন অবস্থায় বিতর্ক করে যে,

১০। সে অহংকারভরে নিজ পন্থা ফিরাইয়া রাখে যেন সে আল্লাহ্‌র পন্থা হইতে (লোকদিগকে) বিপথগামী করিতে পারে। তাহার জন্য দুনিয়াতেও লাভনা নির্ধারিত আছে এবং কিয়ামত দিবসেও আমরা তাহাকে আগুনের আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব।

১১। (এবং বলিব) ইহা উহার কারণে যাহা তোমাদের হস্ত আগে প্রেরণ করিয়াছে; বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাহার বান্দাগণের উপর আদৌ যুলুম করেন না।

১২। এবং লোকদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে কিনারাম নাড়াইয়া। অতঃপর, যদি তাহার কোন কল্যাণ সাধন হয় তাহা হইলে সে সন্তুষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু যদি সে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তাহা হইলে সে মুখ ঘুরাইয়া ফিরিয়া যায়। তাহারাই ইহজগতেও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং পরজগতেও। বস্তুতঃ ইহাই প্রকাশ্য ক্ষতি।

১৩। সে আল্লাহ্কে ছাড়িয়া এমন বস্তুকে ডাকে যে তাহার কোন অপকারও করিতে পারে না এবং কোন উপকারও করিতে পারে না। ইহাই চরম পর্যায়ে বিপথগামিতা।

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْثَتْ  
مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ①

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَيُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَ  
أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ②

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ  
يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ③

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ  
لَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ④

ثُمَّ إِنِّي عِظُوهُمْ لِيُخْضَلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ فِي  
الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابُ  
الْحَرِيقِ ⑤

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلِيمٍ  
فِي الْعِلْمِ ⑥

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّبِعُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ  
أَصَابَهُ غَيْرُ إِطْمَآنٍ بِهِ كَانَ أَصَابَتُهُ فَتَنَةً  
لَّنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ثُمَّ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ  
ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑦

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا  
يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ⑧

১৪। সে তাহাকে ডাকে যাহার অনিষ্ট তাহার উপকার অপেক্ষা অধিকতর সন্নিবিষ্ট। এইরূপ মনিবও কত মন্দ এবং এইরূপ সহচরও কত মন্দ !

১৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে, যাহারা ঈমান আনে এবং সংকল্প করে, এমন বাগানসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে; নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই করেন।

১৬। যে ব্যক্তি এইরূপ ধারণা করে যে, আল্লাহ্ তাহাকে ইহকালে ও পরকালে কখনও সাহায্য করিবেন না, তাহার কতবা সে যেন একটি রজ্জ লম্বা করিয়া আকাশ পর্যন্ত নইয়া যায় (অর্থাৎ উহা দিয়া আরোহণ করে), অতঃপর উহা কাটিয়া ফেলে এবং দেখে যে তাহার কৌশল সেই বিষয়কে অপসারিত করে কিনা যাহা তাহাকে রাগান্বিত করে।

১৭। এবং আমরা এইভাবে এই কুরআনকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীরূপে নাথেন করিয়াছি, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন হেদায়াত দেন।

১৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহাদী হইয়াছে এবং যাহারা সাবী এবং মৃষ্টান এবং মজুসী এবং যাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করিয়াছে, আল্লাহ্ নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে ক্ষয়সালা করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর উত্তম পর্যবেক্ষক।

১৯। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদা করিতেছে তাহারাও যাহারা আকাশসমূহে আছে এবং তাহারাও যাহারা পৃথিবীতে আছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাতি, পর্বতমালা, রুমূপুত্র, জীবজন্তু এবং মানবকুল হইতে অনেকে? কিন্তু লোকদের মধ্যে এমন এক বিরাট দলও আছে যাহাদের সম্বন্ধে আযাবের ক্ষয়সালা হইয়া গিয়াছে। এবং আল্লাহ্ যাহাকে অপমানিত করেন তাহার সম্মানদাতা কেহই নাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই করেন।

২০। এই দুই পরস্পর বিবদমান দল এইরূপ যাহারা নিজেদের প্রভুর সম্বন্ধে বিবাদ করিতেছে। অতএব যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হইবে এবং তাহাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে,

يَدْعُوا لَكِنَّ صَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ  
الْمَوْلَى وَلَيْسَ الْعَصِيرُ ①

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ  
مَا يُرِيدُ ②

مَنْ كَانَ يَظُنْ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ  
الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ  
فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيبُ ③

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ  
مَنْ يُرِيدُ ④

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَانُوا وَالضَّالِّينَ وَ  
النَّاصِرَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ  
يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑤

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ  
فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجُودُ وَالْجِبَالُ  
وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ  
حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ  
مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ⑥

هَذِهِ حَصَصْنَاهُ لِزَيْبِ بْنِ كَعْبٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
تَوَلَّيْتُمْ لَهُمْ نِيَابٍ مِنْ تَأْلُفٍ يَصُبُّ مِنْ قَوْي  
رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ⑦

২১। উহা দ্বারা তাহাদের উদরে যাহা কিছু আছে তাহা এবং তাহাদের চামড়াও গলাইয়া দেওয়া হইবে;

২২। এবং তাহাদের (আরও শাস্তির) জন্য থাকিবে নোহার হাতুড়িসমূহ।

২৩। যখনই তাহারা দুঃখ ও কষ্টের দরুন উহা হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই তাহাদিগকে তথায় ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে, 'তোমরা আগনের আঘাবের স্বাদ গ্রহণ কর !'

২৪। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে এমন বাগানসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে। তথায় তাহাদিগকে অনলংকৃত করা হইবে স্বর্গের কঙ্কণ দ্বারা এবং মনি-মুক্তা দ্বারা; এবং উহাতে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের।

২৫। এবং তাহাদিগকে পবিত্র বাণীর দিকে পথ প্রদর্শন করা হইবে এবং তাহাদিগকে প্রশংসাময় (আল্লাহর) পথের দিকে পরিচালিত করা হইবে।

২৬। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহর পথ হইতে এবং 'মসজিদদ্বল হারাম' (সম্মানিত মসজিদ) হইতে নিরস্ত রাখে যাহাকে আমরা সমগ্র মানব জাতির জন্য সমভাবে কন্যাগের কারণ করিয়াছি—তাহারা উহাতে অবস্থানকারী হউক অথবা মরুভাসী হউক এবং যাহারা যত্ন করিয়া উহাতে বক্তৃতা সৃষ্টি করিতে চাহে, তাহাদিগকে আমরা যন্ত্রণাদায়ক আঘাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব।

২৭। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্রাহীমের বসবাসের জন্য নির্ধারণ করিয়াছিলাম এই গৃহের স্থানকে (এবং বনিয়াছিলাম), যে, 'তুমি কোন বস্তুকে আমার সহিত শরীক করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ, তওয়াফ কারীদের (প্রদক্ষিণকারীদের), দণ্ডায়মানকারীদের, রুকু-কারীদের, এবং সেজদাকারীদের জন্য;

২৮। এবং তুমি সকল মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা কর, যেন তাহারা (হজ্জের উদ্দেশ্যে) তোমার নিকট আগমন করে, পদব্রজেও এবং এমন সব বাহনের উপর আরোহণ করিয়াও,

يُصْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۝

وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَلِيدٍ ۝

كَلَّمَآ أَلَادَنَا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِينُوا ۝  
فِيهَا ۝ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُجْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝

وَهُدًى إِلَى الظِّلِّ مِنَ الْقَوْلِ ۝ وَهُدًى إِلَى صِرَاطِ الْحَنِيدِ ۝

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً إِنَّا كُنَّا فِيهِ وَالْبَائِلُ وَمَنْ يَرْذُ فِيهِ إِلَّا لِحَاذٍ ۝ يَكْفُظُونَ تَذِقَهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ۝

وَلَذَ بَوَانًا لِبَنِيهِمْ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تَمْرُقَ فِي شَيْءٍ وَكَطَهْرَ بَيْنِي لِلظَّالِمِينَ وَالْقَائِمِينَ ۝  
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝

وَأُذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝

যেগুলি দীর্ঘপথ চলার দরুন শীর্ণকায় হইয়া গিয়াছে, ইহারা দূর-দূরান্ত হইতে পড়ীর পথ অতিক্রম করিয়া আগমন করিবে,

২৯। যেন তাহারা তাহাদের জন্য নির্ধারিত উপকারসমূহ প্রত্যক্ষ করে, এবং যেন তাহারা নির্দিষ্ট দিনগুলিতে উহার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে যাহা তিনি তাহাদিগকে গৃহ-পালিত চতুষ্পদ জন্তু হইতে দান করিয়াছেন। সূতরাং তোমরা নিজেরাও উহা হইতে আহার কর এবং দুর্গত ও অভাবগ্রস্ত লোকদিগকেও আহার করাও।

৩০। 'অতঃপর তাহারা যেন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং নিজেদের মানতসমূহ পূর্ণ করে এবং প্রাচীন গৃহের তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে।'

৩১। এইরূপ (আল্লাহর আদেশ)। যে ব্যক্তি আল্লাহর (নির্দেশিত) পবিত্র জিনিসসমূহের সন্ধান করিবে ইহা তাহার প্রভুর দৃষ্টিতে তাহার জন্য কল্যাণকর হইবে। (হে মো'মেনগণ) তোমাদের জন্য, সকল চতুষ্পদ জন্তুই হালাল করা হইয়াছে কেবল উহা ছাড়া যাহা (কুরআনে) তোমাদের জন্য (হারাম বলিয়া) বর্ণিত হইয়াছে। অতএব তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক এবং মখা কথা বলা হইতেও দূরে থাক —

৩২। আল্লাহর (ইবাদতের) জন্য একনিষ্ঠ অবস্থায়, কাহাকেও তাহার সঙ্গে শরীক না করিয়া। এবং যে কেহ আল্লাহর সঙ্গে কাহাকেও শরীক করে সে যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেল, অনন্তর পাখী তাহাকে ছৌ মারিয়া লইয়া গেল অথবা বাতাস তাহাকে উড়াইয়া দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করিল।

৩৩ প্রকৃত কথা) ইহাই, বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত নিদর্শনসমূহকে সন্ধান ও প্রজ্ঞা উপার্জন করিবে, নিশ্চয় তাহার এই কাজকে আন্তরিক তাকওয়া বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩৪। এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্য এইগুলির (কুরবানীর পশু) মধ্যে উপকার আছে, অতঃপর প্রাচীন গৃহের নিকট উহাদের কুরবানীর স্থান হইবে।

৩৫। এবং আমরা প্রত্যেক কওমের জন্য কুরবানীর নিয়ম নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা আল্লাহর নাম উহার উপর উচ্চারণ করে যাহা গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হইতে তিনি তাহাদিগকে দান করিয়াছেন। সন্মরণ রাখিও, তোমাদের

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ۝

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْتُوا ذُرِّيَّهُمْ وَيَكْفُرُوا بِأَيْدِي الْعَبِيِّ ۝

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأَجَلٌ لَّكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا بَطَلَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا رِجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝

حُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الظَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحَابٍ ۝

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَىٰ الْقُلُوبِ ۝

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَّذِكْرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ وَاللَّهُ

মা'ব্দ এক-ই মা'ব্দ সূত্রাং তোমরা কেবল তাঁহারই জন্য আশ্বাসমণ কর এবং বিনয়ী লোকদিগকে সৃসংবাদ দাও—

৩৬। তাহারা এমন লোক যে, যখন তাহাদের নিকট আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাহাদের হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, এবং (ঐ সকল লোককেও সৃসংবাদ দাও) যাঙ্গরা তাহাদের উপর আগত বিপদাবলীতে ধৈর্য ধারণ করে এবং তাহারা নামায কায়ম করে এবং তাহাদিগকে আমরা যাহা কিছু রিয্ক দান করিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে।

৩৭। আর যে কুরবানীর উদ্ভুলি, আমরা ঐগুলিকে তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত করিয়াছি। উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক মঙ্গল নিহিত আছে; অতএব, উহাদিগকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া উহাদের উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর। এবং যখন উহারা নিজেদের পার্শ্বে চলিয়া পড়ে, তখন তোমরা উহা হইতে নিজেরাও আহা কর এবং আহা করণাও অল্পেই ধৈর্যশীল অভাবীদিগকে এবং দারিদ্র্য কাতর ব্যক্তিদিগকেও। এইভাবে আমরা উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়াছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৩৮। উহাদের মাংস ও উহাদের রক্ত কখনও আল্লাহ্র নিকট পৌছে না, বরং তাঁহার নিকট তোমাদের তরফ হইতে তাকওয়া পৌছে। এইভাবে তিনি উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন যেন তোমরা আল্লাহ্র প্রচেষ্টা ঘোষণা কর, যেহেতু তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। এবং তুমি সৎকর্মশীলদিগকে সৃসংবাদ দাও।

৩৯। যাহারা ঈমান আনিয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদের পক্ষ হইতে (শত্রুকে) প্রতিহত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন না বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে।

৪০। যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে তাহাদিগকে (আশ্বরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হইল, কারণ তাহাদের উপর যুলুম করা হইতেছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান—

৪১। যাহাদিগকে তাহাদের ঘরবাড়ী হইতে অনায়াসভাবে শুধু এই কারণে বাহিষ্কার করা হইয়াছে যে তাহারা বলে, “আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক।” আল্লাহ যদি এই সকল মানুষের

إِلَهُ الْوَاحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَيَسِّرِ الْمُخِصِينَ ﴿٣٦﴾

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمُ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا آصَابَهُمُ وَالْبِقِي الصَّلَاةِ وَمَا رَزَقْنَهُمْ يَنْفِقُونَ ﴿٣٧﴾

وَالْبَذَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۚ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ وَلَا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِعَ وَ الْمُتَعَزِّدَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُجُومَهَا وَلَا دِ مَآوُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ وَمَنْ كُنْهَ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَيَسِّرِ الْمُخِصِينَ ﴿٣٩﴾

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ۙ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٤٠﴾

أُو۟لَٓئِكَ لِلَّذِينَ يُفَقُّونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٤١﴾

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে সাধু-সম্মাসীগণের মঠ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাহাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়, অবশ্যই ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত। এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন যাহারা তাঁহার (ধর্মের পথে) সাহায্য করে; নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় শক্তিশালী, মহা পরাক্রমশালী।

৪২। ইহারা এমন লোক যে, যদি আমরা তাহাদিগকে পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি, তাহা হইলে তাহারা নামায কায়েম করিবে, যাকাত দিবে এবং সৎকর্মের আদেশ করিবে এবং মন্দ কর্ম হইতে নিষেধ করিবে। বস্তুতঃ সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইচ্ছাতিয়ায়ে।

৪৩। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করে, তাহা হইলে (ইহা নতুন কথা নহে) তাহাদের পূর্বও (নবীদিগকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল নূহের জাতি এবং আদ এবং সামুদ—

৪৪। এবং ইব্রাহীমের জাতি এবং লুতের জাতি;

৪৫। এবং মিদিয়ানবাসীগণ। এবং মুসাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করা হইয়াছিল। তখন আমি অস্বীকারকারীগণকে কিছু অবকাশ দিয়াছিলাম, অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলাম; অতএব (চিত্তা করিয়া দেখ) আমাকে অস্বীকার করা (পরিণামে) কত ভয়াবহ ছিল!

৪৬। এবং কত ভ্রমপদ ছিল যেগুলিকে আমরা এমতাবস্থায় ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যখন তাহারা যলুম লিপ্ত ছিল, ফলে ঐগুলি স্বীয় ছাদের উপরে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং কত পরিতাপ্ত কুপ এবং সুউচ্চ ও সুদৃঢ় কিল্লা (যেগুলিকে আমরা ধ্বংস করিয়াছি)!

৪৭। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া দেখে নাই যাহাতে তাহারা এমন হৃদয় লাভ করে যেগুলি দ্বারা তাহারা (এইসব কথা) উপলব্ধি করিতে পারে অথবা এমন কান লাভ করে, যেগুলি দ্বারা তাহারা (এই সব কথা) শুনিতে পারে? আসল কথা এই যে, বাহ্যিক চক্ষু অন্ধ হয় না, পরন্তু অন্ধ হয় হৃদয় যাহা বন্ধঃ আছে।

بَعْضُ لَهْمَتْ صَوَاعٍ وَبَيْعٌ وَصَلَوْتُ وَ  
مَسْجِدٌ يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ  
اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَكَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْأُمُورُ ۝

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ  
وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۝

وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۝

وَاصْطَبَّ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَنَّى لِلْكَافِرِينَ  
ثَمَرٌ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

فَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا  
خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْنِي مَعْظِلُهُمْ وَنُصْرٍ  
فَتِيدٍ ۝

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ  
يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا  
تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي  
الْصُّدُورِ ۝

৪৮। এবং তাহারা তোমার নিকট শীঘ্র আযাব কামনা করিতেছে, অথচ আল্লাহ্ কখনও তাহার ওয়াদা ভংগ করেন না। এবং নিশ্চয় কোন কোন দিন তোমার প্রতিপালকের নিকট এক হাজার বৎসরের সমান যাহা তোমরা গণনা কর।

৪৯। এবং এমন কত জনপদ ছিল যাহাদিগকে আমি (প্রথমে) অবকাশ দিয়াছিলাম, অথচ তাহারা যুলুমে ব্যাপ্ত ছিল। অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছি, এবং আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

৫০। হুমি বল, 'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের জন্য কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী;

৫১। সূতরাং যাহারা ঈমান আনে এবং পূণ্যকর্ম করে, তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযক্ (অবধারিত) আছে;

৫২। কিন্তু যাহারা আমাদিগকে আমাদের নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে পরাভূত করিতে চেষ্টা করে — তাহারা জাহান্নামের অধিবাসী।'

৫৩। এবং আমরা তোমার পূর্বে না কোন রসূল এবং না কোন নবী পাঠাইয়াছি কিন্তু যখনই সে কোন ইচ্ছা করিয়াছে তখনই শয়তান তাহার ইচ্ছার পথে বিঘ্ন দাঁড় করাইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ উহা দূরীভূত করিয়া দেন যাহা শয়তান দাঁড় করায়। অতঃপর তিনি নিজ নিদর্শনসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বতানী, পরম প্রজাময়।

৫৪। যেন তিনি উহাকে, যাহা শয়তান দাঁড় করায়, ঐ সকল লোকের জন্য পরীক্ষার কারণ করেন, যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাহাদের হৃদয় শক্ত পায়ণ, বস্তুতঃ যালেমগণ কঠোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত রহিয়াছে।

৫৫। এবং যাহাদিগকে জান দান করা হইয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, নিশ্চয় ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সর্বাঙ্গীন সত্য; ফলে তাহারা যেন ঈমান আনে এবং তাহার প্রতি তাহাদের হৃদয় বিনয়ানবনত হয়। এবং আল্লাহ্ মো'মেনগণকে সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে নিশ্চয় হেদায়াত দিয়া থাকেন;

وَيَسْتَعِظُونَكَ بِالْعَذَابِ وَكَانَ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ  
وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّنَّا مُتَدَوِّنٌ ﴿٥٦﴾

وَكَلَّيْنِ مِنَ قُرَيْشٍ أَهْلَيْتَ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِّنَا  
فِي أَخَذَتْنَاهَا وَإِلَى الْمَوْدِينِ ﴿٥٧﴾

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٨﴾

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٩﴾

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
الْجَنَّةِ ﴿٦٠﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا  
إِذَا تَمَنَّيَ الْفِتْنَةَ الشَّيْطَانُ فِي آمْنَتِهِ قَبَسَخَ اللَّهُ مَا  
يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي  
قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ وَكَانَ الظَّالِمِينَ  
لِفِتْنَتِنَا بِعِيدِ ﴿٦٢﴾

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ  
فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ  
لَهُآءِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٣﴾



৫৬। এবং কাকেরূপ ইহার সম্বন্ধে সেই সময় পর্যন্ত সন্দেহে পড়িয়া থাকিবে যতরূপ পর্যন্ত না (ধ্বংসের) নির্ধারিত মুহূর্ত তাহাদের উপর অকস্মাতঃ আসিয়া পড়িবে, অথবা তাহাদের নিকট এক ধ্বংসাত্মক দিবসের আঘাত আসিয়া পড়িবে।

৫৭। সেদিন সমস্ত আধিপত্য একমাত্র আল্লাহর হইবে। তিনি তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন। সুতরাং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহারা নেয়ামতপূর্ণ বাগানসমূহে থাকিবে।

৫৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহারাষ্ট ঐ সকল লোক যাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আঘাত (নির্ধারিত) আছে।

৫৯। এবং যাহারা আল্লাহর পথে হিজরত করে, অতঃপর নিহত হয় অথবা স্বাভাবিক ভাবে মারা যায় নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে উত্তম রিয্ক দান করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ রিয্ক দাতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম।

৬০। তিনি নিশ্চয় তাহাদিগকে এমন স্থানে প্রবেশ করাইবেন যাহাকে তাহারা পসন্দ করিবে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, পরম সচিব।

৬১। ইহা এইরূপেই। এবং যে ব্যক্তি সেই পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে যে পরিমাণ তাহাকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, এতদসত্ত্বেও সে (বিপক্ষ দ্বারা) নির্যাতিত হইলে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাকে সাহায্য করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম মার্জনাকারী, অতীব ক্ষমালী।

৬২। এইরূপ (প্রতিফল দানের নিয়ম) এইজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহই রাষ্ট্রকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাষ্ট্রে প্রবিষ্ট করেন, এবং নিশ্চয় আল্লাহ সর্বপ্রভা, সর্বদ্রষ্টা,

৬৩। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহ বাস্তব তাহারা যাহাকে ডাকে উহা আসলে মিথ্যা এবং নিশ্চয় আল্লাহই সর্বোচ্চ, অতীব মহান।

৬৪। তুমি কি দেখ না যে, নিশ্চয় আল্লাহ আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন যাহার ফলে যমীন সবুজ শ্যামল হইয়া উঠে? নিশ্চয় আল্লাহ পরম স্ফুটনশীল, সর্বপ্রভা।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِزْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى  
تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٌ  
عَقِيبٌ ۝

اِنَّكَ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ يَحْكُمُ يَنْتَهُمُ فَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَبْتٍ اَلْتَّوْلِي ۝

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ  
عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوا اَوْ  
مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَّ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ  
خَبِيرُ الزَّٰرِقِيْنَ ۝

لَيَدْخُلَنَّهُمْ فُجُورًا يَرْزُقُوْنَهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَكَلِيْمٌ  
حَلِيْمٌ ۝

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوْذِبَ بِهِ ثُمَّ ثُمَّ  
عَلَيْهِ لَيُنْصَرِفْهُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوْ غَفُوْرٌ ۝

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوَلِّیْ اَلْیَمٰنَ فِی النَّهَارِ وَیُوَلِّیْ  
اَلنَّهَارَ فِی الْیَمٰنِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ ۝

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا یَدْعُوْنَ مِنْ  
دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِیُّ الْکَبِیْرُ ۝

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَتُصْبِحُ  
اَلْاَرْضُ مُخْضَرَّةً اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ ۝

৬৫। যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই তাহার এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই প্রাচুর্যশালী, অতীব প্রশংসনীয়।

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَكُمُ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ ۝

৬৬। তুমি কি দেখে নাই যে, যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্‌ উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং জাহাজসমূহকেও, যেহেতু তাহারই আদেশে সমুদ্রে চলিতেছে? এবং তিনি আকাশকে রুখিয়া রাখিয়াছেন যেন উহা তাহার আদেশ ছাড়া পৃথিবীতে পড়িয়া না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ বান্দাদের প্রতি অতীব মমতামূলক, পরম দয়াময়।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالظُّلُكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُسَيِّرُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَّ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يَظُنُّ إِنْ أَلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَعَوِفٌ ۝

৬৭। এবং তিনিই তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে মৃত্যু দিবেন, আবার তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিবেন। নিশ্চয় মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝

৬৮। আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়াছি। তদনুসারে তাহারা ইবাদত পালন করে, সুতরাং তাহারা যেন তোমার সঙ্গে এই বিষয় সম্বন্ধে কোন বিবাদ না করে, তুমি তাহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, নিশ্চয় তুমি সঠিক হেদায়াতের উপর আছ।

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا نَسِكًا مَّا نَسَكُوهُ فَلَا يَنَازِعَنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَّ هَٰذَا تُسْتَفْتَوْنَ ۝

৬৯। এবং যদি তাহারা তোমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে, তাহা হইলে তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে সমাক অবহিত।

وَإِنْ جَدَلُواكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

৭০। আল্লাহ্‌ কিয়ামত দিবসে তোমাদের (এবং আমার) মধ্যে সেই বিষয়ের ফয়সালা করিবেন যে সম্বন্ধে তোমরা মতভেদ করিতেছ।

اللَّهُ يَعْلَمُ يَسْكُرُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَسْأَلُكُمْ فِيهِ فَيَعْتَلِفُونَ ۝

৭১। তুমি কি জান না যে, যাহা কিছু আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্‌ সবই জানেন? নিশ্চয় ইহা এক কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে; নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্র জন্য সহজসাধ্য।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

৭২। এবং তাহারা আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যাহার জন্য তিনি কোন দলীল-প্রমাণ নাযেল করেন নাই, এবং যাহার সম্বন্ধে তাহাদের কোন প্রকার জ্ঞান নাই, এবং যালেমগণের জন্য কেহ সাহায্যকারী নাই।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَكَانَ لِلظَّالِمِينَ مِن تَوْحِيدٍ ۝

৭৩। এবং যখন তাহাদের সম্মুখে আমাদের সম্প্রতি আয়াত-সমূহ আরতি করা হয় তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে পরিষ্কার অসন্তোষের নক্ষত্র দেখিয়া থাক। তাহারা তাহাদের উপর আক্রমণ করিতে উদাত হয়, যাহারা তাহাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আরতি করে। তুমি বল, 'আমি কি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা মন্দ অবস্থার সংবাদ দিব? (ওন! উহা) আওন! আল্লাহ্ ইহার ওয়াদা তাহাদের সঙ্গে করিয়াছেন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে। এবং ইহা কতই না মন্দ পরিণাম স্থান!'

[৮]  
১৬

৭৪। হে মানবমণ্ডলী! একটি উপমা বর্ণনা করা হইতেছে, তোমরা উহা মনোযোগ সহকারে শুন। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাকিতেছে, তাহারা আদৌ একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না, যদিও তাহারা সকলেই ইহার জন্য একত্রির হইয়া যায়। এমন কি মাছি তাহাদের নিকট হইতে কোন বস্তু ছিনাইয়া লইয়া গেলে তাহারা উহাও তাহার নিকট হইতে ছাড়াইয়া আনিতে পারে না। নিঃসন্দেহে প্রার্থী এবং প্রার্থিত (যাহার নিকট প্রার্থনা করা হয়) উভয়ই দুর্বল।

৭৫। তাহারা আল্লাহ্‌র মর্যাদা (উপাধা) যথোচিত উপলব্ধি করে নাই। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমতাবান, মহা পরাক্রমশালী।

৭৬। আল্লাহ্‌ মনোনীত করিয়া থাকেন রসুলগণকে ফিরিশ্বতগণের মধ্যে হইতে এবং মানুষের মধ্যে হইতেও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৭৭। যাহা কিছু তাহাদের সম্মুখে আছে এবং যাহা কিছু তাহাদের পশ্চাতে আছে, সবই তিনি জানেন এবং সকল বিষয় আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।

৭৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ককৃ কর এবং সেজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং পূণ্য কর্ম কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

وَأَنذَرْتَهُمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ  
الَّذِينَ كَفَرُوا الشُّكُّ يُكَادُونَ يَسْكُوتُونَ بِالَّذِينَ  
يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ كُمُوسٌ ۚ فَمِنْ  
ذِكْرُنَا النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ  
الْمَصِيرُ ۝

يَأْتِيهَا النَّاسُ صُورِبَ مَثَلٍ ۖ فَاستَبْعُوا لَهُ ۚ إِنَّ  
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا  
وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا  
لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۝

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

اللَّهُ يَصْطَلِفُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ  
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَرَأَى اللَّهُ نُورِجِ  
الْأُمُورِ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا  
رَبَّكُمْ ۚ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

৭৯। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যথোচিতভাবে জিহাদ কর, তিনিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের উপর ধর্ম সম্পর্কে কোন কঠোরতা চাপাইয়া দেন নাই; সুতরাং তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধমাদর্শ অবলম্বন কর, তিনি তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন, পূর্বেও এবং এই কিতাবেও যেন এই রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয়, এবং তোমরা সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপর সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে সূদৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ  
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَلَمَّا  
آيَنَّا إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ هَ مِنْ  
قَبْلُ وَفِي هَذَا يَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ  
مَوْلَايَ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝